যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল পরিমাণ ফি বৃদ্ধি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও অন্যান্য ফি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ পরিবহন ফি, ২৫

বৃদ্ধি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বৃদ্ধি : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শতাংশ পরীক্ষার ফি ৭৫ শতাংশ হল চার্জ ও সনদপত্র ফি ৭৫ শতাংশ বাড়ছে। এর বাইরেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে রশিদ ছাড়া আদায় করা হবে ৭০০ টাকা। সবচেয়ে বেশি খরচ গুনতে হবে বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীদের- তাদের প্রত্যেককে সব মিলিয়ে দিতে হবে ৫ হাজার টাকার মতো।

জানা গেছে, কলা, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এখন থেকে ভর্তি ফি দিতে হবে ২ হাজার ২৬৯ টাকা। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪৫০ টাকা। বিজ্ঞান অনুষদের ১ হাজার ৫৫৮ থেকে বেড়ে হচ্ছে ২ হাজার ৬০৫ টাকা। এছাড়া সেমিনার ফি, ভর্তি ফর্মের মূল্য, কম্পিউটার ইত্যাদি খাতে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা নেয়া হবে যার কোন রশিদ থাকবে না। বাণিজ্য অনুষদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার ল্যাবের নামে দিতে হবে ৩ হাজার টাকা।

ভর্তি ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ বছর থেকে নতুন একটি পদ্ধতিতে চালু করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। প্রতিবছর জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের পুনঃভর্তি হতে হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে গড়ে তিন থেকে চার বছরের সেশনজট রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফি'র তিন থেকে চার গুণ অর্থ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, ১৯৮৫-৮৬ সালে একাডেমিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭০ শতাংশ যা বর্তমানে কমে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে বর্তমান বাজেটের প্রায় ৭৫ শতাংশই ব্যয় হচ্ছে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অর্থবছরে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ ৫ কোটির চেয়ে বেশি এবং সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্য অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি, শিক্ষক নিয়োগ কমানো এবং অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে ব্যয় হ্রাস করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়ে আসছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সরকারকে প্রতি বছর যে দেড় কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ আয় দেখায় তা শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ১৬১ একর ভূমির মধ্যে অবকাঠামো আর পাহাড়ি ভূমির বাইরে যেটুকু সমতল ভূমি আছে, তার বেশিরভাগই শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কলোনি বানিয়ে রেখেছে। তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় নেই বরং বিদ্যুৎ খাত ও পানি সরবরাহে ভর্তুকি দিতে হয়। যৎসামান্য দোকানপাট থেকে আয়ের পরিমাণও খুবই নগণ্য। ফলে যতবার সরকার অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির জন্য তাগাদা দিচ্ছে ততবারই ঝড়া নেমে আসছে শিক্ষার্থীদের মাথায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, অব্যাহত ব্যয় বৃদ্ধি সামাল দিতে অভ্যন্তরীণ আয়তো বাড়াতেই হবে। এই বেতন ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত প্রগতিশীল ছাত্রজোট আগামী ১৪ মে সব ডিন অফিস ঘেরাও, ২০ মে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন এবং ১২ থেকে ২৪ মে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলন রোধ করার উদ্দেশ্যে চবি প্রশাসন আজ মঙ্গলবার থেকে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।